লিখেছেন, মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান

ইসলামের ইতিহাসে মাওলা আলী শের-ই খোদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা 'আলা আনহু ছিলেন একাধারে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা 'র জামাতা,খোলাফা-ই রাশিদীনের অন্যতম,বিশিষ্ট সাহাবী,বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ,সুদক্ষ শাসক এবং সুনিপুণ রণকৌশলী ।

আর হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা 'আলা আনহুও ছিলেন অহী লিখক এবং দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ বিশিষ্ট সাহাবী। ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার বলে তিনি প্রায় ৪০ বছর যাবৎ একাধিক পদে ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।হযরত মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তা 'আলা আনহুর ওফাতের ৬মাস পর তিনি মুসলিম জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ও প্রথম সুলতান হিসেবে শাসনভার পরিচালনা করেন । উল্লেখ্য , এ ছ'মাস হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা 'আলা আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা 'আলা আনহুর স্থলাভিষিক্ত হন।এরপর তিনি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা 'আলা আনহু 'র অনুকূলে খিলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন । তখনকার জীবিত সাহাবী ও তাবে 'ঈনের মধ্যে কেউ তাঁর শাসনের বিরোধিতা করেননি । কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে ,চৌদ্দশ' বছর পর শিয়া ,রাফেজী,শিয়া সম্প্রদায়ের দোসরগণ এবং আবুল আ 'লা মওদুদী ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী ও স্বার্থান্বেষী মহল হযরত মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা 'আলা আনহুমা'র মধ্য যে ইজতিহাদী মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় ,তার যথাযথ ও সঠিক বিশ্লেষণ না করে সত্যের মাপকাঠি সাহাবা-ই কিরামের সমালোচনায় উঠেপড়ে লেগে যায় । ক্ষেত্র বিশেষে তারা এমন সব আষাঢ়ে গল্পের অবতারণা করে ,যা বিবেকবান মানুষকেও নাড়া দেয়। ইতিহাসের বর্নিল পাতায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা 'আলা আনহু ও আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা 'আলা আনহুর মধ্যে মতানৈক্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যার সঠিক সমাধান অনুসন্ধান করা ও

জানা প্রত্যেকের জন্য জরুরি। প্রথমে সম্মানিত সাহাবা-ই কেরামের শান-মান ও মর্যাদা সর্ম্পকে কিছুটা আলোকপাত করা যাক ।

কোরআনের আলোকে সাহাবা-ই কেরামের মর্যাদা

মহান আল্লাহ পাক প্রিয় নবী রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রিয় সহচর সাহাবা-ই কেরামকে যে মযার্দার আসনে আসীন করেছেন,পৃথিবীর ইতিহাসে তা সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। বহু আয়াত ও হাদীস শরীফ দ্বারা তাঁদের মযার্দা প্রকাশ পায় । নিম্নে কতিপয় আয়াত উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছি ।

মহান মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন –

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐসব লোক যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় ঐসব লোক অপেক্ষা বড়, যারা মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় ও জিহাদ করেছে এবং তাদের সবার সাথে আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন । [সূরা হাদীদঃ আয়াত ১০]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, ঈমান আন,যেমন অপরাপর লোকেরা ঈমান এনেছে', তখন তারা বলে আমরা কি নির্বোধদের মত ঈমান আনব? শুনছো ! তারাই হলো নির্বোধ, কিন্তু তারা জানেনা । [সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৩]

এ আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, যার ঈমান সাহাবা-ই কেরামের ঈমানের মত নয়, সে মুনাফিক এবং বড় বোকা । এ আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন সাহাবী ফাসিক বা কাফির হতে পারেন না এবং সকল সাহাবীর জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ওয়াদা করেছেন । এটাও প্রমাণিত হল যে, নেক্কার বান্দাদের মন্দ বলা মুনাফিকদের কুপ্রথা । যেমন-রাফেযী

(শিয়া) সম্প্রদায় সাহাবা-ই কেরামকে খারেজীগণ ‘আহলে বায়তকে, গায়রে মুক্বাল্লিদগণ ইমাম আবু হানিফাকে এবং ওহাবীগণ আল্লাহর প্রিয় ওলীদেরকে মন্দ বলে।

হাদীসের আলোকে সাহাবা-ই কেরামের মর্যাদা

সাহাবা-ই কেরামের ফযিলত সম্পর্কে অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত আছে । তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হল -

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا اصحابى فلو انّ احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدّ احدهم ولا نصفه-

অর্থাৎ,হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহুর থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -“আমার কোন সাহাবীকে মন্দ বলনা । তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বততূল্য স্বর্ণও খয়রাত করে,তবুও তাঁদের সোয়া সের যব সদ্কা করার সমানও হতে পারেনা;বরং এর অর্ধেকেরও বরাবর হতে পারেনা ।” [বুখারীঃ১ম খন্ড-৫১৮ পৃষ্ঠা,তিরমিযীঃ২য় খন্ড-২২৫ পৃষ্ঠা]

عن عبد الله بن المغفل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اصحابى لا تتخذو انتم عرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم –

অর্থাৎ,হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , হুজুর আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন – “আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর , তাঁদেরকে ভৎর্সনা ও বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত কর না। যে আমার সাহাবীকে মহব্বত করল,সে আমার মুহাব্বতে তাঁদেরকে মুহাব্বত করল এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারনে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল”। [তিরমিযি শরীফ,২য়-২২৫]

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم اذا رايتم الذين يسبّون اصحابى فقولوا لعنة الله على شرّكم-

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "যখন তোমরা এ ধরনের লোক দেখবে, যারা আমার সাহাবীকে মন্দ বলে, তখন তাদের উদ্দেশে বলে দাও, তোমাদের অনিষ্টের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক"। [তিরমিযী ২য় খন্ড-২২৫ পৃঃ]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

নাম: 'আলী', উপনাম- 'আবুল হাসান', উপাধি-'আসাদুল্লাহ'। পিতা – 'আবু তালেব'। বাল্যকাল থেকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র তত্ত্বাবধানে বড় হন। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র চাচাতো ভাই এবং হুজুরের কন্যা হযরত ফাতিমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র স্বামী ছিলেন। তিনিই কিশোরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাবুক অভিযান ব্যতীত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন। ৩৫ হিজরী সনের ২৪ যিলহজ্ব তিনি ইসলামের ৪র্থ খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর, জ্ঞান শহরের প্রধান ফটক এবং বেলায়েতের সম্রাট হিসেবে খ্যাত। আহলে বায়তের অন্যতম সদস্য হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

অর্থাৎ, "হে নবীর পরিবারবর্গ! আল্লাহ তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন"। [সূরা আহযাব-৩৩]

এ প্রসঙ্গে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন -

لا يحبّ علياً منافق، و لا يبغضه مومن

অর্থাৎ, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে মুনাফিক্ব ভালবাসবেনা এবং কোন মু'মিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ঘৃণা করতে পারেনা।[মুসনাদে আহমদ]

গদীরে খুম-এ ,রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাওলা আলীর হাত তুলে ধরে ইরশাদ করেন -

من كنت مولاه فعلى مولاه

অর্থাৎ, "আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা"। [তিরমিযী শরীফ ২১৩-২১৪ পৃঃ]

উল্লেখ্য, শিয়াগণ এ হাদীসের অপব্যাখ্যা করেও নানা বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। তারা এর অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব , হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম'র খিলাফতকে অস্বীকার করে। তারা 'মাওলা' মানে বলে আমীর, ইমাম বা খলীফা।কিন্তু এটা তাদের মনগড়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জঘন্য ভুল ব্যাখ্যা। এখানে 'মাওলা' মানে 'প্রিয়', 'সাহায্যকারী'। [সাওয়াইক্বে মুহরিক্বাহ্ ও আসাহহুস সিয়ার ইত্যাদি]

বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে "ঐতিহাসিক গদীর-ই খুম'র ঘটনা" নামক পুস্তিকায়, লিখেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান।

হযরত আমীরে মুয়াবিয়ারাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মর্যাদা

তাঁর নাম 'মুয়াবিয়া' উপনাম 'আবু আব্দুর রহমান'। পিতা-হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু । মাতা-হযরত হিন্দা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা। পিতা মাতা উভয়ের দিক থেকে তাঁর বংশধারা পঞ্চম পুরুষে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বংশের সাথে মিলে যায়। ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য সূত্রানুসারে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবু সুফিয়ানসহ পরিবারের অন্য সদস্যবৃন্দের সাথে অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্ম কবুল করেছেন।অপর বর্ণনা মতে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম কবুল করেছেন, তবে প্রকাশ করেছেন ৮ম হিজরী মক্কা বিজয়ের সময়। ইসলাম গ্রহনের পর থেকে হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, হিন্দা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কখনো স্বয়ং রসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সাহাবী বা মুমিনদের মর্যাদা থেকে খারিজ করেননি এবং কোন সাহাবীই তাঁদের শানে কটুক্তিও করেননি, বরং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী লেখকগণের মধ্যে গণ্য করে এক বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন।

[মাদারিজুন্নুবুয়ত কৃত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি]

ইমাম আহমদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'মুসনাদে আহমদ'-এ বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র জন্য এভাবে পরম করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ করেছেন-

اللهم علم معاوية الكتاب والحساب

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! মু'য়াবিয়াকে পবিত্র কুরআন ও অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান দান কর"। [মুসনাদে আহমদ আন্নাহিয়া আন্ তা'নিল আমীর মুয়াবিয়া, কৃত: আল্লামা আব্দুল আযীয-১৪ পৃঃ]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র জন্য এভাবে দোয়া করেছেন

اللهم اجعله هاديا مهديّا واهد به الناس

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! তুমি মুয়াবিয়াকে হাদী এবং মাহদী বানিয়ে দাও এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত দান কর"।

এতদসত্ত্বেও তাঁর শানে 'তাঁকে সাহাবী ও একজন মু'মিনের মর্যাদাও দেয়া যায়না' মর্মে শিয়া-রাফেজী অনুসারিদের কটুক্তি করা সাহাবা-ই রাসুলরে প্রতি জঘন্যতম বেআদবীর শামিল।

উভয়ের মধ্যে মতানৈক্যের কারণ:

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মাধ্যমে মতানৈক্যের ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বাড়ী বিদ্রোহীরা ঘেরাও করেছিল। তিনদিন বা এর অধিক সময় যাবত পানি অবরোধ করে রেখেছিল, অতঃপর তাঁর ঘরে প্রবেশ করে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর এবং অপর তেরজন বিদ্রোহী তাঁকে নির্দয়ভাবে শহীদ করে। তাঁর শাহাদাতের পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুহাজীর ও আনসারগণের সর্বসম্মত রায়ে বরহক খলীফা মনোনীত হন।কিন্তু কয়েকটি কারণে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নিতে পারেননি । এ খবর সিরিয়ার আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কানে পৌঁছে। তিনি তখন সিরিয়া প্রদেশের গভর্নর।তিনি সংবাদ পাঠালেন যে, মুসলমানদের খলীফাকে স্বয়ং মদীনা শরীফে শহীদ করে দেয়াটা খুবই মারাত্নক ব্যাপার। সুতরাং সবার আগে হত্যাকারীদের উপর কিসাসের হুকুম কার্যকর করা হোক। কিন্তু কয়েকটি অপ্রতিরোধ্য অবস্থার কারণে তিনি হত্যার বদলা (কিসাস) নিতে পারেননি । ওদিকে কুচক্রিমহল আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মনে এ ধারণাটি বদ্ধমূল করে দেয় যে, আলী মুরতাদ্বা ইচ্ছাকৃত ভাবে কিসাস কার্যকর করতে গড়িমসি করছেন এবং সে হত্যাকান্ডে (নাঊযুবিল্লাহ) তাঁর হাত রয়েছে ।

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র তরফ থেকে বারবার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দাবি জানানো হয়।তখন খেলাফতে অস্বীকার বা স্বীয় রাজত্ব পৃথক করার কোন খেয়াল তাঁর ছিলনা, কেবল ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র রক্তের প্রতিশোধের দাবী ছিল। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি হল, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মনে করতে লাগলেন যে, আলী মুরতাদ্বা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খিলাফতের উপযুক্ত নন এবং তিনি

খিলাফতের দায়দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করতে পারছেন না।কেননা, তিনি এত বড় একটি হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নিতে পারলেন না, তিনি অন্য দায়িত্ব কীভাবে আদায় করতে পারবেন। মতবিরোধের মূল কারণ ছিল এটাই। অন্যান্য মতভেদ ছিল এ মূলেরই শাখা-প্রশাখা। অন্যদের বিরোধিতার কারণও ছিল এটাই।

[হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু: কৃত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী]

এ হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে সাহাবা-ই কেরাম তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন,তারা কারো পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহন করেননি। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ। একদল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বিপক্ষে যান, যেমন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা, হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু,হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু,হযরত মুহাম্মদ ইবনে তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ।আর অবশিষ্ট সাহাবীগণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র পক্ষে ছিলেন।

একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বিরুদ্ধে ছিলেন,কিন্তু তার আপন ভাই হযরত আব্দুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু,হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। আবার স্বয়ং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র ভাই হযরত আকীল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেই যুদ্ধের (জঙ্গ-ই জামাল) স্বয়ং নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র অনুমতি নিয়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র ঘরে মেহমান হয়ে থাকেন। অর্থাৎ, তা ছিল হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র গবেষণাপ্রসূত ভুল, যা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহ তো নয়ই, বরং এ ইজতিহাদগত ভুলের জন্যও একটি পুরস্কারের শুভসংবাদ বর্ণিত হয়েছে।

[শরহে মাওয়াকেফ,শরহে আক্বাইদে নাসাফী ও নিবরাস, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-৬৬ পৃঃ]

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু'র বিরূদ্ধবাদীদের আপত্তিঃ

হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তন্মধ্যে কতিপয় অভিযোগ এবং তার জবাব নিম্নে উপস্থাপিত হল -

১ম আপত্তি:

জামায়াতে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার আবুল আলা মওদুদী শিয়া-রাফেযীদের ন্যায় সাহাবা-ই কেরামগণের সবচেয়ে বড় সমালোচক। তিনি তার বহুল বিতর্কিত خلافت وملوكيت (খেলাফত ও মুলূকিয়াত) নামক পুস্তিকায় হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বিদ্'আতী আখ্যা দিয়ে উল্লেখ করেন-

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বয়ং নিজে এবং তাঁর প্রাদেশিক গভর্নরগণ তাঁর আদেশক্রমে জুমু'আর খোতবায় মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে গালি দিত (নাঊযুবিল্লাহ)। এ ছাড়াও মসজিদে নববীতে মিম্বরে রাসূলের উপর দাঁড়িয়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি তা'আলা ওয়াসাল্লাম'র প্রিয়জনদের গালি দিত"।

খন্ডন: এ ধরনের উক্তি শিয়া-রাফেজী ও আবুল আলা মওদুদীর পক্ষ থেকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রতি জঘন্য অপবাদের শামিল।

মিস্টার মওদুদী তার দাবীদার সমর্থনে তিনটি কিতাবের রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন : তাফসীরে তাবারী ৪র্থ খন্ড ১৮৮ পৃষ্ঠা,ইবনে আসির ৩য় খন্ড ২৩৪ পৃষ্ঠা,আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ৯ম খন্ড ৮০ পৃষ্ঠা । দেওবন্দী মাযহাবের অন্যতম পুরোধা ড.তকী ওসমানী সাহেব বলেছেন, আমি তার উল্লেখিত রেফারেন্সগুলো পর্যালোচনা করেছি গভীরভাবে । কিন্তু, কোথাও এ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি যে , তিনি (হযরত আ'মীরে মুয়াবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)নিজে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে গালি-গালাজ করতেন।

[আমীরে মুয়াবিয়া আউর তারীখী হাক্বাইক্ব ৮১ পৃষ্ঠা]

উপরন্তু ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে মতভেদ থাকার পরও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যেমন – হাফেজ ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

لمّا جاء خبر قتل علی الی معاویۃ جعل یبکی فقالت لہ امراتہ اتبکیہ وقدقاتلتہ فقال ویحک انّک لاتدرین مافقد الناس من الفضل والفقہ والعلم-

অর্থাৎ, হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি কান্না করতে লাগলেন । ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী বললেন , আপনি কি আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র শাহাদাতে ক্রন্দন করছেন? অথচ আপনি তাঁর সাথে লড়াই করেছেন। উত্তরে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,তুমি নিশ্চয় জাননা , আজ মানবসমাজ অসংখ্য কল্যাণ, ইলমে ফিক্বহ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়েছ।

[আল্ বিদায়া:৮ম খন্ড:১৩০পৃষ্ঠা।]

উল্লেখ্য, এখানে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলা হয়েছে যে, "আপনি তাঁর সাথে জীবনে অগণিত যুদ্ধ করেছেন।" কিন্তু তিনি এ কথা বলেননি যে, "আপনি তাঁকে অনেকবার গালিগালাজ করেছেন, সুতরাং আজকে তাঁর শাহাদাতের সংবাদে কেন ক্রন্দন করছেন?"

২য় আপত্তি:

একবার হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় কাঁধে ইয়াযিদকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে এরশাদ করলেন, "জাহান্নামীর উপর চড়ে জাহান্নামী যাচ্ছে।" এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইয়াযীদও দোযখী এবং(না'ঊযু বিল্লাহ) আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও দোযখী। (সুম্মা না'ঊযু বিল্লাহ)

খন্ডন: এ আপত্তিটি একেবারেই ভীত্তিহীন।জামে ইবনে আসীর, কিতাবুন নাহিয়া ইত্যাদী ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পাপিষ্ঠ ইয়াযীদ হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং হযরত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র যুগে হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কাঁধে ইয়াযীদের অবস্থান কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

[হযরত আমীরে মুয়াবিয়া:৮১ পৃঃ]

৩য় আপত্তি:

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা মুয়াবিয়াকে আমার মিম্বরের উপর দেখ, তখন তাকে হত্যা করে ফেল"। এ হাদিসটি ইমাম যাহাবী উদ্ধৃত করেছেন এবং বিশুদ্ধ বলেছেন। এতে বুঝা গেল যে, আমীর মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হত্যার উপযোগী ছিলেন।

খন্ডন: 'মিথ্যাবাদীদের উপর খোদার অভিশাপ' এটা বলা ছাড়া এ আপত্তির আর কী জবাব দেয়া যায়? কোন এক মিথ্যাবাদী হুজূরের নামে মিথ্যা বলেছে এবং অপবাদটা ইমাম যাহাবীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সরকারে দু'জাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে আমার ব্যাপারে জেনেশুনে মিথ্যা বলে সে যেন দোযখকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়"। আল্লাহকে ভয় করা দরকার। বস্তুত ইমাম যাহাবী তাদেরকে রদ করার জন্যই এ জাল হদীসটি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। আর ওখানে সাথে সাথে এও বলে দিয়েছেন যে, "এটি মওযু(বানোয়াট) হাদীস, এর কোন ভিত্তি নেই"। তদুপরি, হুযুরের এটা বলার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি তো নিজেই ক্বতল (হত্যা) করতে পারতেন। আর এটাও কিভাবে হতে পারে যে, সমস্ত সাহাবী,তাবেয়ীন ও আহলে বায়ত এ হাদীস শুনলেন কিন্তু কেউ পাত্তা দিলেন না। বরং ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমীর মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র পরে খিলাফত থেকে ইস্তেফা দিয়ে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মিম্বরকে একেবারে খালি করে দিলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ইল্‌ম ও আমলের প্রশংসা করলেন। তাকে দ্বীনের মুজতাহিদ আখ্যায়িত করলেন। তাঁদের কারো কাছেই কি এ হাদীসটি পৌঁছলনা ? চৌদ্দশ বছর পরে এদের কাছে

কিভাবে এই হাদীসটি পৌঁছে গেল ? এছাড়াও আরো অসংখ্য বিভ্রান্তিকর আপত্তি করা হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা এখানে আলোকপাত করা হল না।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ :

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। একদিন হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দরবারে উপস্থিত সবাইকে বললেন, যে ব্যক্তি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র প্রশংসায় যথাযোগ্য কবিতা আবৃত্তি করবে, আমি তাকে প্রতিটি কবিতার বিনিময়ে হাজার দিনার দান করব। উপস্থিত কবিগণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শানে কবিতা আবৃত্তি করে প্রচুর পুরষ্কার লাভ করলেন। কিন্তু হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতিটি কবিতা ও ছন্দ শ্রবণ করার পর বলতেন- علىّ افضل منه (আলীয়্যুন আফদ্বালু মিনহু) অর্থাৎ, "আলী এর চেয়েও অনেক উত্তম"। অতঃপর উক্ত মজলিসে আমর বিন আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র প্রশংসায় এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র নিকট পছন্দ হল, ফলে ঐ কবিতার বিনিময়ে উক্ত কবিকে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাত হাজার দিনার পুরষ্কার প্রদান করলেন।হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সিফফীনের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

ايها الناس لا تكره امارة معاوية فانكم لوفقد تموه رايتم الرؤس تنذر عن لواهلها كانّما الحنظل-

অর্থাৎ, "হে লোক সকল! তোমরা আমীরে মুয়াবিয়ার শাসন এবং নেতৃত্বকে অপছন্দ করোনা"। যদি তোমরা তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দাও, তবে তোমরা দেখবে ধড় থেকে মাথা এমন ভাবে কেটে পড়েছে, যেভাবে হান্‌জল (এক প্রকারের তিক্ত ফল) গাছ থেকে পতিত হয়।

[আল-বিদায়া: ৮ম খন্ড,১৩১ পৃঃ]

চলবে.....